১০৫

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ FEB 17 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এখন হরতাল আতঙ্ক ॥ সিলেবাস শেষ হওয়া নিয়ে সংশয়

ইলিয়াস খান

রাজধানীসহ দেশের শহরাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এখন হরতাল ফোবিয়ায় ভুগছে। বছরের শুরুতেই বিরোধী দলগুলো যেভাবে দাবি আদায়ের এই 'অস্ত্রটি'র ব্যবহার শুরু করেছে তাতে সংশ্লিষ্ট মহল নির্ধারিত সময়ে সিলেবাস শেষ করার ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকসহ বিভিন্ন স্তরের লোকজনের সাথে কথা বলে একই মন্তব্য পাওয়া গেছে– যেভাবে হরতাল শুরু হয়েছে তা অব্যাহত থাকলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন বলতে আর কিছু থাকবে না। কোন পদ্ধতি অবলম্বন করেই সিলেবাস কাভার করা যাবে না। ফলে দেশের শিক্ষার্থীদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে।

১৯৯৯ সালের শুরুতেই বিরোধী দলসমূহ হরতাল আহ্বান শুরু করেছে। ইতোপূর্বে জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে একদিন পূর্ণদিবস হরতাল হয়ে গেছে। চলতি ফেব্রুয়ারি মাসের ৯, ১০, ১১ তারিখ তিনদিন হরতাল হয়ে গেছে। আগামী ২২, ২৩, ২৪, ২৫ ফেব্রুয়ারিও হরতাল আহ্বান করে রাখা হয়েছে।

এক মাসেই নির্ধারিত ছুটি ছাড়া ৭ দিন ক্লাস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা। অর্থাৎ চলতি মাসের ২৮ দিনে মাত্র ১১ দিন ক্লাস হবে। কেননা ৯, ১০, ১১ তারিখ গেছে হরতাল; ১২, ১৩ সাপ্তাহিক ছুটি; ১৯ থেকে ২৮ তারিখ পর্যন্ত হরতালজনিত এবং সাপ্তাহিক ছুটি। এছাড়া মাসের প্রথম দিকে ৫, ৬ তারিখ ছিল সাপ্তাহিক ছুটি।

জানা গেছে, দেশের স্কুলগুলোতে বার্ষিক সরকারী ছুটি ৮০ দিন। এছাড়া রয়েছে সাপ্তাহিক ছুটি।